যুগান্তর
প্রিন্ট: ৩১ জুলাই ২০২৫, ১০:০৭ এএম

সম্পাদকীয়

ডাকসু নির্বাচনের তফশিল : নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হোক

সম্পাদকীয়
প্রকাশ: ৩১ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

ফাইল ছবি

দীর্ঘদিন ধরে অচল থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। ১৯ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। শুধু ডাকসু নির্বাচন নয়, ঘোষণা করা হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের তফশিলও। এ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের তফশিল ৩ আগস্ট ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান। জাকসু নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর। গণ-অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এটি একটি শুভ লক্ষণ। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আশা করছি, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তফশিলও শিগগিরই ঘোষিত হবে।

ডাকসু ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি অনেক পুরোনো। অতীতে নানা কারণে এসব প্রতিষ্ঠানকে অচল করে রাখা হয়েছিল। ২৮ বছর পর সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল ২০১৯ সালে, অর্থাৎ ৬ বছর আগে। আর রাকসু ও জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৩ বছর আগে। অথচ দেশে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্রে এসব নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা হয়ে থাকে, ডাকসু রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্রিডিং গ্রাউন্ড। এ দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতারই রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ডাকসু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসব নেতা প্রতিনিধিত্বশীল রাজনীতির সূচনা করেছিলেন। এ কারণে একসময় ডাকসুকে বলা হতো দেশের সেকেন্ড পার্লামেন্ট। ডাকসু অতীতে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই নির্বাচনের মাধ্যমে ডাকসু গঠন যে জরুরি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যাতে সন্ত্রাসসহ সব ধরনের অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত থাকে, সেজন্যও একটি নির্বাচিত ফোরাম দরকার, যা ছাত্রসমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানসহ ক্যাম্পাসকে শান্তিপূর্ণ রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তৃতীয়ত, ডাকসু গঠিত হলে গোটা ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্বশীল একটি সংস্থা গড়ে উঠবে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাত্রসমাজের দাবি-দাওয়া আদায়ে ভূমিকা রাখবে। কাজেই আমরা আশা করব, নির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হবে ডাকসু নির্বাচন। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে সুস্থ ধারার ছাত্র রাজনীতি গড়ে উঠবে, এটাই কাম্য।